ইতিহাসের মনোরথ

কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের
ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ইতিহাসের ম্যাগাজিন

(২০১৯-২০২০)

তত্ত্বাবধায়কঃ

ইতিহাস বিভাগ, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের পক্ষ থেকে
অধ্যাপক বিবেকানন্দ হালদার,
অধ্যাপক তপোবন ভট্টাচার্য্য,
অধ্যাপক আকতাব-উদ্দিন শেখ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

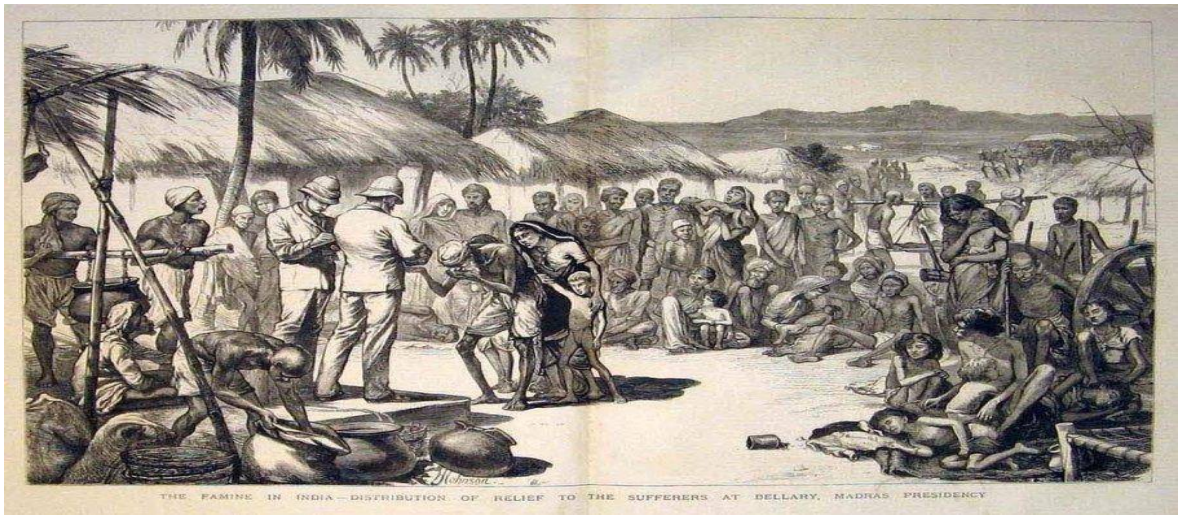

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে দ্বৈত শাসনের সময় নবাবের হাতে ছিল প্রশাসনিক দায়িত্ব, আর রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল কোম্পানির। এতে বাংলার নবাব আসলে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে আর এই সুযোগে কোম্পানির লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। সে বছর অনাবৃষ্টি কারনে ফসলের উৎপাদন অনেক পরিমাণ কমে যায় । তার সাথে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা এবং খাদ্যবাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের ফলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। অথচ কোম্পানির শাসকেরা পুরো বিষয়টিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে দাবি করে। কিন্তু ভিন্ন সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ১৭৬৮ সালে আদায়কৃত রাজস্ব দেড় কোটি টাকার চেয়ে ১৭৭১ সনের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৫,২২,০০০ টাকা বেশি ছিল, অথচ এর আগের বছরেই ঘটে যায় দুর্ভিক্ষ। এ সময় বাংলার গর্ভনর ছিলেন কার্টিয়ার। এভাবে, কোম্পানি শাসনের সহযোগিতায়, খাদ্যশস্যের বাজার থেকে মুনাফা লুট এবং অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কারণে বাংলার সাধারণ মানুষ চরম আর্থিক ও খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়। পরিণতিতে মারাত্মক দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাগুলি হয়ে পড়ে জনশূন্য। জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। কৃষি উৎপাদন আর রাজস্ব আদায় এই সময় ভীষণভাবে কমে যায়। দেশে দেখা দেয় চরম বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ। কয়েক লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যান। এক কথায় **মন্বন্তর** বাংলায় চরম দুর্দিন নিয়ে আসে।

সংকলকঃ **সাবিয়া গাজী, দ্বিতীয় বর্ষ**

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তার ভয়াবহতা

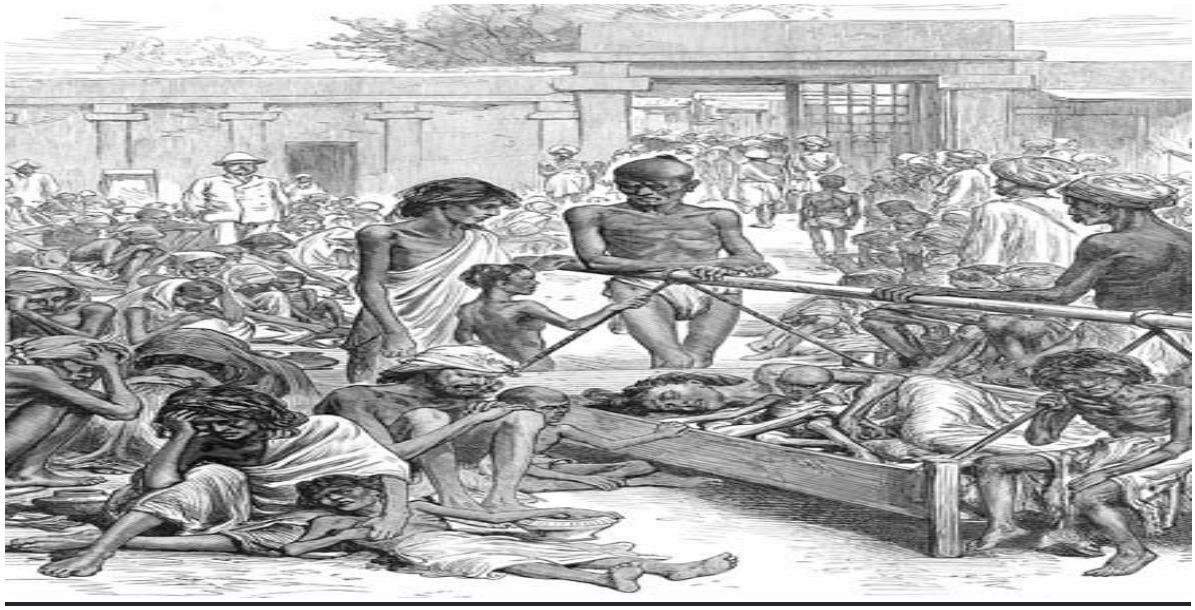

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হিসেবে পরিচিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৭৭০) দুর্ভিক্ষটি হয়েছিল বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। তখন থেকেই এ দেশে ইংরেজরা ব্যাপক সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। বাংলার নবাবের হাতে থাকে নাম-মাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা। রাজস্ব আদায় এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ফলে যে শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ইতিহাসে তা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। ক্ষমতাহীন নবাবের প্রশাসনিক শাসনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খাজনা আদায়ের নামে সীমাহীন শোষণ আর লুণ্ঠন শুরু করে। এর ওপর দেখা দেয় অনাবৃষ্টি। এতে ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে ১৭৭০ সালে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষ খাবারের অভাবে মারা যায়, যা সমগ্র বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় এবং খাদ্যশস্যের বাজারে বেশি মুনাফা অর্জন এই দুর্ভিক্ষের একটি বড় কারণ হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলেই আখ্যায়িত করেছিল।

সংকলকঃ **সনৎ ঘরামী , প্রথম বর্ষ**